শিয়া মতবাদ এবং সালাফগণের মূল্যায়ন

শাইখ আবু মারিয়া আশ-শামী
তাকাব্বালাহুল্লাহ

আল-বুরহান মিডিয়া

শিয়া মতবাদ এবং সালাফগণের মূল্যায়ন

শাইখ আবু মাইসারা আশ-শামী তাক্বাব্বালাহুল্লাহ

মূল;-

আল-বাত্তার মিডিয়া

রামাদান- ১৪৪২ হিজরী

আল-বুরহান মিডিয়া কর্তৃক অনুবাদিত

بسم الله الرحمن الرحيم

আবু মারিয়া আল-কুরাইশী (আল্লাহ তাকে মুক্ত করুন) “এই আমাদের আক্বীদাহ এই আমাদের মানহাজ” এর ব্যাখ্যায় বলেন, শিয়াদের কুফরের ব্যাপারে ইমামগণের যে ইখতিলাফ বর্ণিত হয়- তা একটি ইতিহাস বিষয়ক ইখতিলাফ (মতবিরোধ) এমন একটি জাতির ব্যাপারে যাদেরকে নাম ও আলে-বাইত এর ভালবাসার দাবি শিয়া রাফিদীতে একত্রিত করেছে। আর শাইখ সুন্দর ও উত্তমভাবে এই মাস'আলা বর্ণনায় বলেছেন। তিনি (আল্লাহ তাকে মুক্ত করুন) বলেন, শিয়া নামটি অনেকগুলো স্তর অতিবাহিত হয়ে এতে বিবর্তিত হয়েছে। সর্বপ্রথম শিয়া নামটি ঐ সকল ব্যক্তিদের উপর আরোপিত হয় -যারা আলী রাদিআল্লাহু আনহুকে উসমান রাদিআল্লাহু আনহুর উপর প্রাধান্য দিয়েছে।

- অতঃপর যারা আলী রাদিআল্লাহু আনহুকে শাইখাইন আবু বকর ও ওমর রাদিআল্লাহু আনহুমার উপর প্রাধান্য দিয়েছে।

-অতঃপর ইহুদী ইবনে সাবা’র অনুসারী সাবাইয়্যাহ দলটির প্রকাশ পায়। যারা ইসলাম থেকে বের হয়ে গেছে।

১. যাইদ ইবনে আলী ইবনে হুসাইনের যুগে ও হিশাম ইবনে আব্দুল মালিকের খিলাফাতকালে তারা "যাইদিয়্যাহ"তে বিভক্ত হয়ে যায়। [যারা যাইদ ইবনে আলী ইবনে হুসাইনের অনুসারী]

২. এবং বারো ইমামের মতবাদে বিভক্ত হয়ে যায়। [যারা বর্তমানে ইরান, আরব উপদ্বীপ এবং অন্যান্য স্থানে বিদ্যমান রয়েছে]

৩. এবং ইসমাইলী বাতেনীতে বিভক্ত হয়ে যায়। [যারা বর্তমানে নাজরান, ইয়েমেন এবং হিন্দে বিদ্যমান রয়েছে]

৪. এবং তারা নুসাইরিয়্যাহ ও দুরুঝ মতবাদে বিভক্ত হয়ে যায়। [যারা শামে অবস্থিত]

শিয়া মতবাদ -যারা শুধুমাত্র আলী রাদিআল্লাহু আনহু এবং আহলে বাইতের পক্ষাবলম্বন করেছে ও আলী রাদিআল্লাহু আনহুকে অগ্রগামী করেছে। আর তারা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আমার জানামতে বর্তমানে তাদের মধ্যে কাউকে পাওয়া যায় না। আর যারা বর্তমানে বিদ্যমান রয়েছে তারা হল- রাফিদী, ইসমাইলী বাতেনী, নুসাইরী বাতেনী এবং দুরুঝ বাতেনী। এর চার দলই আলে-বাইতকে ইলাহ সাব্যস্ত করে। তাদের নিকট

সাহায্য কামনা করে। এবং তারা কবর পূজারী। সুতরাং এরাই মুশরিক কাফির এবং তারা মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাদের আলিম, মুক্বাল্লীদ(অনুসারী) এবং জাহিলদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তাই তারা প্রত্যেকেই মুশরিক, মুসলিম নয়। এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য তাদের ইবাদাতের ক্ষেত্রে তাদের অজ্ঞতার ওজর নেই।

যাইদিয়্যাহ'দের পরিচয়ঃ-

তাদের মধ্য থেকে কিছু রয়েছে কবর পূজারী, যে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের উদ্দেশ্যে যবাই করে অথবা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের কাছে সাহায্য চায় সে একজন মুশরিক কাফির। আর তাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি আহলুল কালাম[1], আহলুল আহওয়া[2] এবং আহলুল ই'তিঝালের অন্তর্ভুক্ত তার হুকুম মু'তাঝিলাদের হুকুমের মত। আর আল্লাহ সবচেয়ে ভালো জানেন।

যে ব্যক্তি বলে, আমাদের মাঝে এবং তাদের মাঝে পার্থক্যটা হচ্ছে শাখাগত। এটি একটি বিরাট ভুল -যা বড় ধরণের অজ্ঞতার প্রমাণ বহন করে। বরং পার্থক্যটা উসুলের (মৌলিক) ক্ষেত্রে এবং পার্থক্যটা কুফর ও ঈমানের, শিরক ও ইসলামের পার্থক্য। যাইদিয়্যাহ'রা ব্যতীত, কেননা তাদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। যেমন আমরা উল্লেখ করেছি।

শাইখুল ইসলাম মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব রহিমাহুল্লাহ ইতিপূর্বে এই বিভক্তি করার ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। অতঃপর পূর্ববর্তী শিয়া দলসমূহের তাকফির ও তাফসিক্ব বিস্তারিত বর্ণনা করার পর তিনি বলেন, "সুতরাং এটা রাফিদীদের মূল হুকুম। বর্তমানে তাদের পরবর্তীদের হুকুম হল- বর্তমানে তারা বিরাট 'রাফদ' শিরকের সাথে মিশে গেছে। তারা দর্শনীয় স্থান সমূহে যা করে থাকে তা আরবের শিরক পর্যন্ত পৌঁছে গেছে, যাদের নিকট আল্লাহর রাসুলকে প্রেরণ করা হয়েছিল"।

ঈমান ভঙ্গের কারণ সমূহ, যেগুলোর কারণে আমরা বারো ইমামে বিশ্বাসী রাফিদীদের তাকফির করিঃ-

১. আল্লাহ তা'আলার রুবুবিয়্যাতের ক্ষেত্রে শিরক করা।

এর মাধ্যমে যে- তাদের বিশ্বাস হল, নিশ্চয়ই তাদের ইমামগণ সৃষ্টি ও আদেশের ক্ষমতা রাখে। এবং তারা তাদের মুরতাদ আলেমদের রব হিসেবে গ্রহণ করে, তারা আল্লাহর অবাধ্যতায় তাদের আনুগত্য করে। সুতরাং তারা তাদের জন্য পাপ কাজকে হালাল করে এবং উত্তম(ভালো) কাজ গুলোকে হারাম করে। অতঃপর তারা তাদের (মুরতাদ আলেমদের) আনুগত্য করে।

---

[1] আহলুল কালাম হল- আক্বীদাহ'র বিষয়সমূহ সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে যারা আক্বল বা বিবেকের উপর নির্ভর করে। তারা বলে, আল্লাহর সিফাত প্রমাণিত হওয়ার ক্ষেত্রে আক্বল যদি ফায়সালা দেয় তাহলে তা প্রমাণিত। আর যদি আক্বল তা ফায়সালা না দেয় তাহলে তা প্রমাণিত নয়।

[2] আহলুল আহওয়া হল- যারা শারীয়াহ'র বিপরীত করে এবং তাদের প্রবৃত্তি যা পেশ করে তাই বাস্তবায়ন করে যা স্পষ্ট শারীয়াহ'র বিরোধী হয়।

২. আল্লাহ তা'আলার ইবাদাতের ক্ষেত্রে শিরক করা।

এর কারণ- কবরবাসী এবং অনুপস্থিতদের জন্য ইবাদাত করা। যেমন- দুআ করা, মানত করা, যবেহ করা এবং তাওয়াফ করা ইত্যাদি।

৩. আল্লাহ তা'আলার সিফাতের ক্ষেত্রে শিরক করা।

এর কারণ- আল্লাহ তা'আলার কিছু সিফাতসমূহকে অস্বীকার করা এবং কুরআন সম্পর্কে তাদের একথা বলা -যা আল্লাহর কালাম- নিশ্চয়ই তা মাখলুক্ব(সৃষ্টি)।

৪. আল্লাহর কিতাব বিকৃত হওয়ার দাবি করা।

যে ব্যক্তি কুরআনের একটি হরফকে অস্বীকার করবে -যা আমাদের মাঝে রয়েছে- অথবা এই ধারণা করবে যে, তা মুহাম্মাদ ﷺ এর উপর অবতীর্ণ হয়নি সে কাফির।

৫. আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহার সম্মানে অপবাদ দেওয়া।

এব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহ'র সুস্পষ্ট বক্তব্যকে প্রত্যাখ্যান করা। উভয়টি তাকে ফাহেশা থেকে মুক্ত ঘোষণা করেছে। যেমন তা নবী ﷺ এর সম্মানে আঘাত দেওয়া এবং গালি দেওয়ার মত।

৬. আমভাবে রাসুল ﷺ এর সাহাবীগণকে তাকফির করা।

এব্যাপারে আল্লাহর কিতাব ও নবী ﷺ এর সুন্নাহ'তে অনেক স্থানে আল্লাহর হুকুমকে অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করা। যেমন- তাদের উপর সন্তুষ্ট হওয়া ও প্রশংসা করা এবং তাদের ঈমানের ও উত্তম পরিণামের সাক্ষ্য দেওয়া।(এগুলোকে অস্বীকার করা)

৭. মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের সাথে ওয়ালা বা বন্ধুত্ব করা।

যেমন- ইরাক্ব, শাম এবং খোরাসানে আহলুল ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধগুলোতে নুসাইরী এবং ক্রুসেইডারদেরকে সাহায্য করা।

৮. ইসলামের প্রকাশ্য শারয়ী বিষয়গুলোকে বাধাপ্রদান করা।

তাওহীদ প্রতিষ্ঠা, সুন্নাহ'র অনুসরণ এবং তাদের শিরক, কুফর ও তাগুতদের সম্মুখে যুদ্ধ করা থেকে বাধাদান করার মাধ্যমে।

৯. তাওহীদকে অপছন্দ করা এবং তাওহীদপন্থীদের নিন্দা করা।

আর যে ব্যক্তি আল্লাহর নাযিলকৃত কোন অংশকে অপছন্দ করবে সে কাফির। তাহলে ঐ ব্যক্তির অবস্থা কেমন হবে যে আসলুদ-দ্বীনকে অপছন্দ করে এবং যে ব্যক্তি এর উপর আমল করে ও এর দিকে আহ্বান করে তাকেও অপছন্দ কর।

১০. কাফির ও মুরতাদ দলের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া।

সুতরাং এমন ব্যক্তি যে এই দলের সাথে সম্পৃক্ত হবে এই অবস্থায় যে, সে ঐ দলের অবস্থা জানে তার হুকুম ঐ দলের হুকুমের মতই হবে। যদিও সে ঐ দলের অন্য কোন কুফরি কাজ না করে।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহিমাহুল্লাহ 'মিনহাজুস সুন্নাহ'তে বলেন, "রাফিদীদের চেষ্টা-প্রচেষ্টা কেবলই ইসলাম ধ্বংস, এর বন্ধন ছিন্ন করা এবং এর নীতিসমূহকে নষ্ট করা"। তিনি আরো বলেন, "দুই শ্রেণীর কোন এক শ্রেণীর লোকই আবু বকর এবং ওমর রাদিআল্লাহু আনহুমাকে অপবাদ দেয়, হয়তো সে মুনাফিক যিন্দিক নাস্তিক ইসলামের শত্রু। এই দুইজনকে অপবাদ দিয়ে রাসুল ও দ্বীনে ইসলামকে অপবাদ দেওয়ার সাথে সম্পৃক্ত হয়- এ তো হল রাফিদীদের প্রথম শিক্ষাদানকারীর অবস্থা যে সর্বপ্রথম 'রাফদ' মতবাদ উদ্ভাবন করেছে এবং বাতেনী ইমামদের অবস্থা। অথবা সে জাহিল, অজ্ঞ এবং প্রবৃত্তির ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘনকারী। আর আওয়াম শিয়াদের মধ্যে এটাই প্রবল"।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ তার 'ফাতাওয়া'য় বলেন, "ইমাম আহমাদ আব্দুস ইবনে মালিকের রিসালাহ'তে বলেন, আমাদের সুন্নাহ'র মূলনীতি হল- আল্লাহর রাসুলের সাহাবীগণ যার উপরে ছিলেন তা আঁকড়ে ধরা, তাদের অনুসরণ করা এবং বিদআত পরিত্যাগ করা। আর প্রত্যেক বিদআতই ভ্রষ্টতা। আমাদের নিকট সুন্নাহ হল- আল্লাহর রাসুল ﷺ এর আছার বা কর্ম। আর সুন্নাহ কুরআনকে ব্যাখ্যা করে এবং তা কুরআনের প্রমাণসমূহ অর্থাৎ তার অর্থের উপর প্রমাণ বহন করে। এবং এই কারণেই আলেমগণ উল্লেখ করেছে সে, নিশ্চয়ই 'রাফদ' (মতবাদ) নাস্তিকতার ভিত্তি। সর্বপ্রথম যে 'রাফদ' মতবাদটি উদ্ভাবন করেছে সেএ একজন মুনাফিক নাস্তিক ছিল। সে হল, আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা। আর সে পূর্ববর্তীদের ব্যাপারে অপবাদ দিয়েছে। রিসালাহ বর্ণনা, তা বুঝা অথবা তা অনুসরণের ক্ষেত্রে সে দুর্নাম করেছে। কখনো রাফিদীরা রিসালাহ'র ব্যাপারে তাদের ইমামকে ঘৃণা করে এবং কখনো তারা এর (রিসালাহ'র) অনুসরণ করাকে ঘৃণা করে। আর তারা এটাকে আহলে বাইত এবং মা'সুম ব্যক্তির -যার আসলে কোন অস্তিত্ব নেই- উপর আরোপ করে"।

শাইখ সুলাইমান ইবনে সাহমান রহিমাহুল্লাহ বলেন, "এটা জানা বিষয় যে, ইমামী রাফিদীরা সকল আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ'র নিকট মিল্লাতে ইসলামীয়া ও মুহাম্মাদী আদর্শের অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং তারা সমষ্টিগতভাবে বের হয়ে গেছে"।

শাইখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল লতিফ আলু শাইখ রহিমাহুমাল্লাহ 'দুরারুস সানিয়্যাহ'তে বলেন, "এটা রাফিদীদের মূল হুকুম। আর এখন তাদের অবস্থা অধিক ঘৃণিত এবং নিন্দনীয়। কেননা তারা এগুলোর সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে -আহলে বাইত এবং অন্যান্যদের মধ্য থেকে সৎ লোক ও আওলিয়াদের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করা, তারা এই আআক্বীদাহ পোষণ করে যে, তাদের সুখে-দুঃখে উপকার ও অপকার করার ক্ষমতা রয়েছে। এবং তারা মনে করে যে এটা এমন নৈকট্য যা তাদের আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয় ও এমন একটি দ্বীন যা তারা মেনে চলে। সুতরাং যে ব্যক্তি তাদের কুফরির ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্থ হবে অথচ অবস্থা হল এই এবং এই সন্দেহ পোষণ করবে, প্রকৃতপক্ষে রাসুলগণ যা নিয়ে এসেছেন এবং কিতাবসমূহ যে উদ্দেশ্যে নাযিল হয়েছে এব্যাপারে সে একজন অজ্ঞ। সে যেন তার দাফন আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই তার দ্বীনে ফিরে আসে"। আমি বলছি এটা তার সময়কার অবস্থা। তাহলে কেমন হতো যদি তিনি বর্তমান সময়ে তাদের শিরকের বিস্তার

দেখতেন! অথচ তারা হারামাইন, জান্নাতুল বাক্বী এবং অন্যান্য স্থানে অবস্থান করে। তারা এমন এক জাতি যারা কবর এবং দর্শনীয় স্থান আবাদকারী। মসজিদ আবাদকারী নয়। সুতরাং তাদের জনসাধারণ, নারী-পুরুষ এবং আলেমরা একারণেই কাফির।

ইমাম যাহাবী রহিমাহুল্লাহ'র 'আল-মুনতাক্বা মিন-মিনহাজিল ই'তিদাল'এ এসেছে- রাফিদীদের অজ্ঞতার ব্যাপারে কথা হল যে, তারা মুসলিমদের একজন ব্যক্তির পবিত্রতা আবশ্যক করে এবং সকল মুসলিমদের জন্য বৈধ করে। তাদের মধ্যে যে মা'সুম (নিষ্পাপ) সে ভুল করে না। আর একাধিক ব্যক্তি উল্লেখ করেছেন যে, সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি 'রাফদ' মতবাদ এবং আলীর ব্যাপারে বক্তব্য ও তার পবিত্রতার কথা উদ্ভাবন করেছে সে একজন নাস্তিক ছিল -যে দ্বীনের অনিষ্টতা কামনা করে এবং সে মুসলিমদের সাথে তাই করতে চায় যা বুলুস খ্রিষ্টানদের সাথে করেছে। এই মতবাদের বাতিল ও কুসংস্কার হওয়ার ব্যাপারে বড় দলিল হল- আলী রাদিআল্লাহু আনহু তার এবং তার সঙ্গিদের থেকে দায়মুক্তি (বারা) ঘোষণা করেছেন। বরং যে তার অনুসরণ করে তাদের প্রত্যেককেই তাদের বিদআত অনুযায়ী শাস্তি দিয়েছেন। আর যে ব্যক্তি শাইখাইন আবু বকর, ওমর রাদিআল্লাহু আনহুমাকে গালি দিত তাকে অপবাদ দানকারীর হদ হিসেবে চাবুক মারা হত এবং যে ব্যক্তি তার (আলী) ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করত তিনি তাকে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিতেন।

ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত খাল্লাল আবু বকর আল-মিরদাওয়ী থেকে বর্ণনা করেন, আমি ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে আবু আব্দুল্লাহকে জিজ্ঞাসা করলাম -যে আবু বকর, ওমর ও আয়িশাকে গালি দেয়- তিনি বললেন, "আমি তাকে ইসলামের মধ্যে গণ্য করি না"। ইমাম খাল্লাল বলেন, আমাকে আব্দুল মালিক ইবনে আব্দুল হামিদ সংবাদ দিয়েছে আমি আব্দুল্লাহকে বলতে শুনেছি -যে ব্যক্তি গালি দেয় আমি তার ব্যাপারে রাফিদীদের মত কুফরির ভয় করি। অতঃপর তিনি বলেন, যে ব্যক্তি নবী ﷺ এর সাহাবীদের গালি দেয় সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়ার কারণে আমরা তাকে নিরাপত্তা দেই না।

ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ এর 'কিতাবুস সুন্নাহ'তে যা এসেছে- "তারা মুহাম্মাদ ﷺ এর সাহাবীদের থেকে দায়মুক্তি ঘোষণা দেয়, তাদেরকে গালি দেয়, তাদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করে এবং চারজন -আলী, আম্মার, মিকদাদ এবং সালমান- কে ব্যতীত সকল ইমামগণ(সাহাবীগণ) কে তাকফির করে। ইসলামে রাফিদীদের কোন অংশ নেই"।

ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ "খলক্বু আফআলিল ইবাদ"এ বলেন, "আমি এতে পরোয়া করি না যে, জাহমিয়্যাহ এবং রাফিদীদের পিছনে সালাত আদায় করব নাকি ইহুদী এবং খৃষ্টানের পিছনে সালাত আদায় করব। তাদেরকে সালাম দেওয়া যাবে না, অসুস্থ হলে দেখতে যাওয়া যাবে না, তাদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া যাবে না, তাদের সাক্ষী গ্রহণ করা হবে না এবং তাদের যবাইকৃত বস্তু ভক্ষণ করা যাবে না"।

আহমাদ ইবনে ইউনুস বলেন, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল একজন ব্যক্তিকে সম্মোধন করে বলেন, আহমাদ ইবনে ইউনুসের নিকট যাও -কেননা তিনি শাইখুল ইসলাম। আহমাদ ইবনে ইউনুস বলেন, যদি একজন ইহুদী একটি বকরী যবাই করে এবং একজন রাফিদী যবাই করে, তাহলে আমি অবশ্যই ইহুদীর যবাইকৃত বস্তু ভক্ষণ করব। আর আমি রাফিদীর যবাইকৃত বস্তু ভক্ষণ করব না -কেননা সে ইসলাম থেকে মুরতাদ হয়ে গেছে।

ইমাম ইবনে হাযম রহিমাহুল্লাহ ঐ সকল খ্রিষ্টানদের জবাবে বলেন, -যারা রাফিদীদের কথা দিয়ে কুরআন বিকৃত হওয়ার দলিল দেয়। অতঃপর তিনি বলেন, "আর তাদের অর্থাৎ খ্রিষ্টানদের কথা- রাফিদীদের দাবিতে কুরআন পরিবর্তন হওয়া- সুতরাং নিশ্চয়ই রাফিদীরা মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত নয়"।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহিমাহুল্লাহ 'আস-সারিমুল মাসলুল'এ বলেন, "যারা এই ধারণা করবে যে, কুরআনের কিছু আয়াত কমানো হয়েছে এবং গোপন করা হয়েছে, অথবা এই ধারণা করবে যে, এর কিছু বাতেনী (গোপন) ব্যাখ্যা রয়েছে -যেগুলোর শারয়ী আমলসমূহকে বাতিল করে দেয়- তাদের কুফরির ব্যাপারে মতপার্থক্য নেই। যে ব্যক্তি এই ধারণা করবে যে, আল্লাহর রাসুল ﷺ এর পরে সকল সাহাবীগণ মুরতাদ হয়ে গেছে, কিছু সংখ্যক ব্যতীত যাদের সংখ্যা দশের নিচে হবে। অথবা তারা সাধারণভাবে তাদের (সাহাবী) সকলকে ফাসিক্ব সাব্যস্ত করে, তাহলে তার কুফরিতেও কোন সন্দেহ নেই। কেননা কুরআন একাধিক স্থানে তাদের ব্যাপারে সন্তুষ্টি এবং প্রশংসামূলক যে বক্তব্য দিয়েছে সেটাকে সে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী। বরং যে ব্যক্তি এই ধরণের কুফরির ব্যাপারে সন্দেহ করবে, তাহলে নিশ্চয়ই তার কুফরিটাও সুনির্দিষ্ট। কেননা এই বক্তব্যের বিষয়বস্তু (রাফিদীদের বক্তব্যের সার নির্যাস) হল কুরআন ও সুন্নাহ'র বক্তব্য অনুযায়ী তারা (সাহাবীগণ) কাফির অথবা ফাসিক্ব। এবং এই আয়াত "তোমরা সর্বোত্তম জাতি যাদেরকে মানুষের জন্য বের করা হয়েছে"। আর উম্মাহ'র সর্বোত্তম হল প্রথম যুগ -আমভাবে যাদের সবাই কাফির অথবা ফাসিক্ব। এর সার বস্তু হল- নিশ্চয়ই এই উম্মাহ সর্বনিকৃষ্ট উম্মাহ এবং এই উম্মাহ'র অগ্রগামীগণ সবচেয়ে নিকৃষ্ট। এই ধরণের কুফরিটাও দ্বীনে ইসলামের বাধ্যবাধকীয় বিষয়সমূহের মাধ্যমে জানা যায়"।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহিমাহুল্লাহ রাফিদীদের সম্পর্কে আরো বলেন, "নিশ্চয়ই তারা সকল আহলুল আহওয়াদের (প্রবৃত্তির অনুসারী) থেকে নিকৃষ্ট এবং খারিজিদের থেকেও তাদের সাথে যুদ্ধ করা অধিক হক্বদার"।

ইমাম সামআনী রহিমাহুল্লাহ 'আনসাব'এ বলেন, "ইমামীয়াহদের তাকফিরের ব্যাপারে উম্মাহ ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। কেননা 'সাহাবীগণ পথভ্রষ্ট হয়েছেন' তারা এই আক্বীদাহ পোষণ করে, তারা সাহাবীগণের ইজমাকে অস্বীকার করে, তারা তাদেরকে এমন বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত করে যার যোগ্য তারা নয়"।

সকল প্রশংসা জগৎসমূহের রব আল্লাহর জন্য

مؤسسة البرهان للإعلام